ঢাকা ভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ
সন্ধ্যারাতে বিক্ষোভ ঠেকাতে কাঁদানে গ্যাস

নকিলাব ঃ ভিসির পদত্যাগসহ ৬ দফা দাবীতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণকালের বৃহত্তম মিছিলের একাংশ (বামে). বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা ভিসির কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করে (মাঝে). ক্যাম্পাসের প্রবেশপথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র চেক করা হচ্ছে (ডানে)

মঙ্গলবার দেশব্যাপী ছাত্রলীগের হরতাল আহবান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টর এবং শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবীতে এবং শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ আগামী মঙ্গলবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করেছে। এ ছাড়া ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবীতে আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

বিডিআর মোতায়েন

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ ভিসির পদত্যাগের দাবীতে অব্যাহত ছাত্র-বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে গতকাল (শনিবার) রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হলের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আজ সকাল ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা হল থেকে মিছিল বের করে ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ ছাত্রদের ওপর কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। রাতেই ক্যাম্পাস ও সকল হলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ইতিপূর্বে ভিসির পদত্যাগসহ ৬ দফা দাবীতে গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বের হয় প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণকালের বৃহত্তম বিক্ষোভ মিছিল। শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীসহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে এবং ভিসির পদত্যাগ দাবীতে ফুঁসে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। '৯০ সালের ছাত্র গণআন্দোলনের পর ক্যাম্পাসে এতো বিশাল বিক্ষোভ মিছিল এই প্রথম। প্রতিবাদ বিক্ষোভে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ক্যাম্পাসে ১০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর উত্তাল মিছিলে 'ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ চাই'– এ শ্লোগানে ছিল মুখোরিত। বিক্ষোভ সমাবেশে ভিসি ও প্রক্টরের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালি[illegible] যাওয়ার ঘোষণা দেয় সমাবেশে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবীও তুলে ছাত্র-ছাত্রীদের একাং[illegible] সমাবেশ থেকে আজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ এবং ভিসির কার্যালয় ৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মুক্তির দাবিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট চলাকালে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে -যুগান্তর

ছাত্রলীগের ডাকে ঢাবি ক্যাম্পাসে আংশিক ধর্মঘট পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগের ডাকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আংশিক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে এ ধর্মঘট ডাকা হয়। একই দাবিতে আজ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা ধর্মঘট পালন করবে।

ধর্মঘট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি খোলা ছিল। প্রশাসনিক ভবনে আংশিক : পৃষ্ঠা : ৭ কলাম : ৩

আংশিক : ধর্মঘট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চলেছে। তবে কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনও চলেনি। ছাত্রলীগ সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয় ও কলাভবন এলাকায় থেকে থেকে মিছিল করেছে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি, সাইফুজ্জামান শিখর, বলরাম পোদ্দার, দেলোয়ার হোসেন ও হেমায়েত উদ্দিন হিমু। শেষে কলাভবনের মূল গেটে দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মারুফা আক্তার পপি, সাইফুজ্জামান শিখর, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, জিন্নাতুল ইসলাম কবি, রফিকুল আলম রাসেল, গোলাম কিবরিয়া রাসেল, দেবাশীষ রায়, জসীম উদ্দিন ভূঁইয়া, সৈয়দ আলাউল ইসলাম সৈকত, কবি শংকর রায়, মিজানুর রহমান, মিজানুর রহমান মিজান, নাফিউর ইসলাম নাফা, সুলতান নাসির উদ্দিন, শিশির ও নাসরিন খানম বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, গ্রেফতার, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা, হয়রানি বন্ধ করে অবিলম্বে নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ ২৫১ জন সাংস্কৃতিক কর্মী অবিলম্বে ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে তাদের মুক্তি দাবি করেছেন।